R. N No. 2582/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

স্লীম হোন

মহকুমায় সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পন্থায় আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে সব বয়সের পুরুষ ও মহিলাদের শরীর সুস্থ ও সক্ষম রাখার প্রয়াসে। ভর্তি চলছে।

হেলথ লাইন

রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া

(শিবাজী সংঘের সন্নিকটে)

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭

(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)

ফোন ঃ ৬৬৫৬০

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ

৪৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৩০শে চৈত্র, বুধবার, ১৪০৫ সাল।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৯৯ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা

বার্ষিক ৪০ টাকা

অনুন্নত জাতিদের বঞ্চিত করে ভুয়া প্রমাণপত্র নিয়ে অনেক পরিবার আজ সুপ্রতিষ্ঠিত

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ জেলার পি, ও কাম ওয়েলফেয়ার অফিসার মনোমোহন ঘোষ কনফেডারেশন অফ এসসি/এসটি/ওবিসি অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল এর মহকুমা সম্পাদক অসিত সরকারকে গত ২৫ মার্চ '৯৯ তাঁর দপ্তরে উপস্থিত হয়ে জঙ্গিপুর মহকুমার অভিযুক্ত ৫৩ জনের মধ্যে ১০ জনের বিরুদ্ধে প্রমাণপত্র পেশ করতে বলেন। এঁরা হলেন—১। দশরথ মন্ডল, আহিরণ, বর্তমানে তপসিলী কোটায় নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও উপ-প্রধান। ২। অনিলকুমার চৌধুরী, আহিরণ, প্রাইমারী শিক্ষক। ৩। করবী সরকার (সিংহ), বাণীপুর, অধ্যাপিকা বেসিক ট্রেনিং কলেজ, মালদা। ৪। সুকুমার সাহা (সরকার), বাণীপুর, শিক্ষক এরোয়ালী হাই স্কুল। ৫। অমরেন্দ্রনাথ দাস, বাণীপুর, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। ৬। তেজেন্দ্রনাথ সরকার, বাণীপুর, করণিক সাইদপুর জুনিয়ার হাই স্কুল। ৭। চন্দন সাহা, রঘুনাথগঞ্জ, ষ্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ৮। সমীর মন্ডল, বাঘা। ৯। ডাঃ নবকুমার সরকার, চালতাবাড়ী, থানা সাগরদীঘি, লালগোলা পশুকেন্দ্রে কর্মরত। ১০। সুধাকর মন্ডল, বালানগর থানা সাগরদীঘি। উল্লেখ্য, উক্ত দশজনকে এর আগে গত ১৭ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারী '৯৯ ওয়েলফেয়ার অফিসার তাঁর দপ্তরে শুনানীর জন্য ডেকে পাঠান। কিন্তু এঁদের মধ্যে চারজন (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুরে অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের আউটডোরে গত ৮ এপ্রিল থেকে তিন দিনের জন্য বিনা ব্যয়ে অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা শিবির হয়ে গেল। এই শিবিরের প্রধান যোগাযোগকারী ছিলেন জঙ্গিপুরের সাংসদ আবুল হাসনাৎ খাঁন। এছাড়া সুষ্ঠুভাবে শিবির পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা নেয় জঙ্গিপুর পুরসভা, জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাব, কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি ও ষ্টুডেনস্ হেলথ হোম, জঙ্গিপুর। শিবিরকে জনসমক্ষে আনার জন্য ৮ এপ্রিল বিকেলে হাসপাতাল মাঠে এক সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাংসদ আবুল হাসনাৎ খাঁন। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জঙ্গিপুরের পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। এছাড়া বক্তব্য রাখেন দেবীকুমার মানাভালন, সেক্রেটারী ভারত সরকারের মিনিষ্ট্রি অব সোসাল জাসটিস এন্ড ইমপাওয়ারমেন্ট, ডাঃ আশিসকুমার মুখার্জী, ভারত সরকারের এক্স ডাইরেকটর জেনারেল অব হেলথ সারভিসেস, ডাঃ রত্নেশ কুমার, ডাইরেক্টর, ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট ফর অর্থপেডিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপট্, কালকাতা। ডাক্তারী পরীক্ষার পর ৭০ জন প্রতিবন্ধীকে ট্রাই সাইকেল, ১২ জনকে হুইল চেয়ার, ৩৫ জনকে ক্র্যাচ, ১২ জনের অপারেশন এবং ৫ জন অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীকে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতা নিয়ে যান। এছাড়া বেশ কিছু প্রতিবন্ধীকে কৃত্রিম অঙ্গ তৈরী করে দেন। তিনজন ডাক্তারের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকৃত্রিম সহযোগিতা প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বিপুল আশা আনে।

ট্রাক ড্রাইভারের সততা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৬ এপ্রিল কাশিমবাজারের জনৈক মুদি ব্যবসায়ী মনোজ আগরওয়ালা বহরমপুর থেকে রঘুনাথগঞ্জের একটি ট্রাকের (নং WB/662366) যাত্রী হয়ে যথারীতি মোড়গ্রাম মোড়ে নেমে পড়েন। কিন্তু তাঁর টাকা ভর্তি ব্যাগটি ভুলবশতঃ ট্রাকেই থেকে যায়। কিছুক্ষণ পর মনে পড়লে মনোজবাবু দিশেহারা হয়ে রঘুনাথগঞ্জে এসে কন্ট্রাকটর অলোক সাহার স্মরণাপন্ন হন। অলোকবাবুর চেষ্টায় ট্রাকটির হদিশ পাওয়া যায়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

আমার কংগ্রেস দল আপনাদের পাশে আছে —অধীর চৌধুরী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১১ এপ্রিল বিকেল ৪টা নাগাদ জঙ্গিপুর বড়বাগান মাঠে অধীর মাতোয়ারা জনজোয়ারে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিবহন কংগ্রেস আয়োজিত জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন নবগ্রামের বিধায়ক অধীর চৌধুরী। প্রথম দিকে বক্তব্য রাখেন ফরাক্কার বিধায়ক মাইনুল হক, সুতীর বিধায়ক মহঃ সোহরাব এবং (শেষ পৃষ্ঠায়)

১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার গাঁজা উদ্ধার

ধুলিয়ান ঃ গত ২ এপ্রিল স্থানীয় পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের জালাল সেখের বাড়ীতে তল্লাসী চালিয়ে স্থানীয় কাস্টমস্ ও বিএসএফের যৌথ উদ্যোগে দুপুর নাগাদ প্রচুর গাঁজা উদ্ধার হয়। দীর্ঘদিন ধরে জালাল এই ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার পর কাস্টমসের গোপন খবরে অবশেষে ধরা পড়লো। ঐ দিন জালাল সেখের বাড়ী ঘেরাও করে তল্লাশীর পর (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার হতে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?

শুনুন মশাই, এই কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভান্ডার।।

সবার প্রিয় চা ভান্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে চৈত্র বুধবার, ১৪০৫ সাল।

গোবিন্দ মণ্ডল/কার্তিক সাহা

খবরে প্রকাশ, উত্তর ২৪ পরগণা জেলাধীন টাকি পুরসভার সাত নম্বর মহল্লার কাউন্সিলার গোবিন্দ মণ্ডল একজন রিক্সাচালক। তিনি যথারীতি পুরসভার কাউন্সিলারের কাজ যেমন করিতেছেন, তেমনি রিক্সাও চালাইতেছেন। দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিয়াও তিনি তাঁহার ওয়ার্ডের বিষয় সম্বন্ধে উদাসীন নহেন। কাহারও বাড়ীর প্ল্যান মঞ্জুরীর প্রশ্ন, কাহারও বাড়ীর নর্দমা তৈয়ারীর ব্যাপার, কাহারও পারিবারিক সমস্যা ইত্যাদি নিত্যকর্মে তিনি মানুষের পাশে আছেন। তাঁহার যতটুকু ক্ষমতা, ততটুকু দিয়াই তিনি মানুষের সেবাকার্য করিতেছেন।

রিক্সা চালাইয়া গোবিন্দ মণ্ডলকে অন্নসংস্থান করিতে হয়। আগের মতই তিনি স্ববৃত্তিতে নিযুক্ত আছেন। যাহাদের জন্য তিনি পুরসভাবিষয়ক কাজ করেন, তাহাদিগকেই তিনি রিক্সায় বহন করিয়া উপার্জন করিয়া থাকেন। তবে ইহার জন্য তাঁহার উপার্জন কিছুটা ব্যাহত হইতেছে বলিয়া জানা গেল। গোবিন্দবাবুর মায়ের ধারণা, রাজনীতি করিয়া আজকাল মানুষ আর্থিক কৌলীন্য লাভ করে; কিন্তু তাঁহার পুত্র আর্থিক দৈন্যের মধ্যেই রহিয়া গেলেন। পুরসভার ভোটে জিতিয়া কী সুফল ফলিল, তাহা গোবিন্দবাবুর মা বুঝিতে পারিতেছেন না।

গোবিন্দ মণ্ডল এক সময় সি পি এম সমর্থক ছিলেন। পার্টির জন্য তাঁহাকে কারাবরণ করিতেও হইয়াছিল। পরবর্তী সময়ে পুরসভার টিকিট দেওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্যহেতু তিনি কংগ্রেস দলে যোগ দেন এবং এই দলের হইয়াই তিনি পুরসভার ভোটে দাঁড়ান এবং ৭ নম্বর ওয়ার্ড হইতে কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। তিনি বলেন যে, মানুষের সেবা করিবার জন্য তিনি ভোটে দাঁড়ান এবং তাহাতে সমর্থনও লাভ করিয়াছেন। তাঁহার এলাকার মানুষ তাঁহাকে মর্যাদা দিয়াছেন। তাই সংসারের আর্থিক ক্ষতি কিছুটা স্বীকার করিয়াও তিনি মানুষের পাশে থাকিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে বদ্ধপরিকর।

প্রসঙ্গত জঙ্গিপুর পুরসভার একদা নির্বাচিত কমিশনার কার্তিক সাহার কথা আসিয়া পড়িতেছে। কার্তিক সাহা ছিলেন এক নিতান্ত দরিদ্র তেলেভাজা বিক্রেতা। পুরসভার নির্বাচনে অভিজাত ধনী প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে তাঁহাকে ভোটে দাঁড় করান হয়। সেই নির্বাচনে কার্তিক সাহা জয়লাভ করেন। যিনি কার্তিক সাহাকে দাঁড় করাইয়া এই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্মরণীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)। পুরসভার কমিশনার হইয়াও কার্তিক সাহা নিজ বৃত্তি ত্যাগ করেন নাই এবং আধুনিক কালের অধিকাংশের মত আখের গুছাইয়া লন নাই। গোবিন্দ মণ্ডলও টাকি পুরসভার কাউন্সিলার হইয়া স্ববৃত্তিতে অধিষ্ঠিত আছেন এবং নিজ দারিদ্র্যবরণ করিয়াও সাধ্যমত জনসেবার কার্য করিতেছেন। আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

রক্ত-পরীক্ষা না প্রতারণা?

বহরমপুর মানসিক হাসপাতালের ডাঃ এস্. সি. রায়ের প্রেসক্রিপশান মত আমি আমার পুত্র তাপস পাণ্ডের TC, DC, ESR রক্ত পরীক্ষার জন্য স্থানীয় মহকুমা হাসপাতালের ডাঃ চিত্তরঞ্জন সামন্তর চেম্বারে গত ২৯/৩/৯৯ বহরমপুরে ডাঃ শ্রী রায়কে রক্তের রিপোর্টসহ পুত্রকে দেখানোর জন্য নিয়ে যায়। তিনি রক্তের রিপোর্ট:- W. B. C. 3,100/cumm দেখে দীর্ঘদিনের চালু ওষুধ বন্ধ করে দেন এবং বিশ্বাস না করে আমাকে আবার বহরমপুর সদর হাসপাতালের ডাঃ অশোককুমার কুণ্ডু প্যাথলজিষ্ট মহাশয়ের নিকট পরীক্ষা করাতে বলায় আমি ৯/৪/৯৯ বহরমপুর গিয়ে ঐ রক্ত পরীক্ষা করিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ শ্রী রায়কে রিপোর্ট দেখায়— W. B. C. 7 300/cmm. রিপোর্ট দেখে তিনি বলেন, "এটাই Normal Report. তিনি আবার ঐ বন্ধ ওষুধটাও চালু করতে বলেন। জঙ্গিপুরের অস্বাভাবিক, অবিশ্বাস্য রক্তের রিপোর্টের জন্যও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য আমার পুত্রটি প্রায় দুই বৎসর যাবৎ উক্ত ডাক্তারের চিকিৎসাধীন আছে – একনাগাড়ে তিন বছর ওষুধ চলবে। C. T. Scan of brain, E. E. G. ইত্যাদি পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করা হয়েছে – যার ডাক্তারী পরিভাষায় নাম 'Seizure Activity.' বলা বাহুল্য এই চিকিৎসা যথেষ্ট ব্যয়বহুল। এক্ষণে বিচার্য বিষয় এই যে জনসাধারণ যেখানে দিশেহারা হয়ে বিশ্বাস করে যে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হন, সেই ডাক্তারবাবুরা যদি এরকম গরমিল বা অস্বাভাবিক রিপোর্ট দেন তবে সাধারণ মানুষ কার উপর আস্থা রাখবেন বা কোথায়

বছর ঘুরে গেলেও এপিপিরা অফিস ঘর গেলেন না

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ১৭ জানুয়ারী '৯৮ জঙ্গিপুরে অতিরিক্ত জেলা দায়রা ও জজ কোর্টের উদ্বোধন হয়। ১৯ জানুয়ারী আইনজীবী মৃণাল ব্যানার্জী ও পঞ্চানন চৌধুরীকে এ্যাডিসনাল পাবলিক প্রসিকিউটার নিযুক্ত করা হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত জঙ্গিপুর আদালতে তাঁদের কোন অফিস দেওয়া হয়নি বলে ঐ দুই আইনজীবী অভিযোগ করেন। গত ২ জানুয়ারী থেকে মৃণালবাবুকে একজন হোমগার্ড দেওয়া হয়। কিন্তু অফিস ঘর, তার সরঞ্জাম, পিওন, সাক্ষীদের বসার জায়গা কিছুই নাই। জেলা জজের কাছ থেকে জঙ্গিপুর জজ কোর্ট সংলগ্ন পূর্বদিকে একটা ঘর পাওয়া গেলেও মহকুমা শাসক এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ না নেওয়ায় সে ঘরে অফিস চালু করা যায়নি। অথচ কান্দী মহকুমায় জঙ্গিপুরের কয়েক মাস আগে এ্যাডিসনাল জজ কোর্ট চালু হলেও সেখানে এপিপির অফিস চালু হয়ে গিয়েছে বলে মৃণালবাবু জানান।

শ্বশুরবাড়ীর অত্যাচারে আত্মাহুতি

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ১ এপ্রিল গভীর রাতে আহিরণের গিরিয়া বস্তিতে গৃহবধূ নীলিমা দাস (১৭) গায়ে কেরোসিন ঢেলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। জানা যায় বিয়ের পর থেকেই নীলিমার উপর স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ী নানাভাবে নির্যাতন চালিয়ে আসছিল। তারই পরিণতি এই আত্মদান। বর্তমানে স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী পলাতক।

মরমী লেখক আবদুর রাকিবের সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা: মরমী লেখক আবদুর রাকিবকে ১৪ মার্চ জঙ্গিপুর বর জর গুলবাগ একাডেমীতে সম্বর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জঙ্গীপুর হাইস্কুলের সেক্রেটারী কেতকীকুমার পাল। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কান্দীর পূর্বাভাস পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম, জঙ্গীপুর সাহিত্য সংসদের সম্পাদক কাজী আমিনুল ইসলাম, সাহিত্য চেতনা পত্রিকার সম্পাদক মোঃ আবদুল্লাহ মোল্লা, শাব্দিক সম্পাদক নুরুল আমিন বিশ্বাস প্রমুখ

যাবেন? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এর কি জবাব দেবেন? এর সঙ্গে জনসাধারণের নিকট বিনীত আবেদন আপনারা নিজ নিজ প্রয়োজনে এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখুন। এই প্রবঞ্চনা, হয়রানি তথা অযথা অর্থের অপচয় বন্ধে সচেতন হোন।

১২/৪/৯৯ আনন্দগোপাল পাণ্ডে, জঙ্গিপুর

‘জীর্ণ পুরাতন যাক্ ভেসে যাক্’

—মানিক চট্টোপাধ্যায়

চৈত্রমাসের শেষ ক’দিনের দাবদাহ স্মরণ করিয়ে দেয় ওপার বাংলার গীতিকার ৺সুরেন চক্রবর্তীর একটি প্রচলিত লোক গানের কয়েকটি কলি।

‘চৈত্রের খরাতে বুঝি পুড়িল আসমান
লাঙল চলেনা বাজান,
খরার তাপে কলিজা কাঁপে
হইলাম পেরেসান।’

এভাবেই মানুষের কলিজা কাঁপিয়ে চৈত্রের অবসান ঘটে। আসে নূতন বৎসর। মৌনীতাপস বৈশাখ। বৈশাখের প্রথম দিনেই এক নষ্টালজিয়া মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। গ্রামে তখনও প্রবেশ করেনি বাস লরি ইত্যাদি যান। রাস্তাঘাট বলতে সেই বাদশাহী সড়ক। কোথাও বা মেঠো পথ। গ্রামের বাইরে দূরের রেল লাইন দিয়ে ‘ঝিক্‌ঝিক্’ ধ্বনি তুলে চলে যেত সীমিত কয়েকটি ট্রেন। সন্ধ্যার পরেই নেমে আসত ঘন কুচকুচে কালো চুলের মতন অন্ধকার। বিজলী আলোর রোশনাই তখন স্বপ্নের মত। দূরদর্শন তো দূরের কথা। দু’চারজন সৌভাগ্যবান বিত্তবানদের বাড়িতে রেডিওসেট। তবুও ছিল আনন্দ। অনাবিল শান্ত পরিবেশ। পয়লা বোশেখের অনেক আগে দু-চারটি সস্তা কাগজের ‘গণেশ’ মার্কা কার্ড আনন্দের বার্তা বহন করে আনত। পদ্মপাতায় মোড়া বোঁদের গন্ধ। স্বর্গলোকে দেবরাজ ইন্দ্রের অমৃতের স্বাদের মত। অনুষঙ্গ হিসাবে গাজনের ঢাকের আওয়াজ। পাঁপড়ভাজা, ঝুড়ি, বাঁশি সস্তা খেলনার দোকান। ছোটখাটো একটি মেলা। বারবার মনে হয় সেই সব দিনগুলোর মধ্যে ঢুকে যেতে কিন্তু ছবি কত দ্রুত পালটিয়ে যায়। এখন কী গ্রাম, কী শহর পয়লা বোশেখ অন্য রূপে সাজে। পদ্মপাতায় মোড়া সেই বোঁদের স্থান দখল করেছে প্যাকেট বন্দী আধুনিক খাদ্য। গাজনের ঢাকের আওয়াজ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। এখন টিভিও অথবা ডেকে বন্দী রবীন্দ্রনাথ অথবা নজরুল। এছাড়া তো আছেই পপ—ডিসকো বা কোন হিন্দী ফিলমের চটুল সুর। কাকভোর থেকেই এই বর্ষবরণের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। তবে সব চলে যেন যান্ত্রিক হয়ে। এটা স্বীকার্য সত্য যে, পরিবর্তন আসবেই। শিক্ষা-সংস্কৃতি-আচার-আচরণ-প্রথা—এ থেকে মুক্ত নয়। তবে মনে লাগে যখন দেখি, পরিবর্তনটা আমাদের মূল্যবোধে আঘাত হানছে। পরিবার-সমাজ-অর্থনীতি রাজনীতি সর্বত্রই এই মূল্যবোধের অভাবের জ্বরে ধুঁকছে।

তাই ধর্ম, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—সামাজিক অসাম্য—রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব, বেকারত্ব, হতাশা ইত্যাদি মূল্যবোধের অবনতির জমিকে ক্রমশঃ করে তুলছে উর্বর। জীবনানন্দর ভাষায়: পৃথিবীর গভীরতর অসুখ এখন।

নূতন বৎসর আমাদের সুপ্তমূল্যবোধ জাগ্রত করুক, অনাচার বিশৃঙ্খলাকে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে দিয়ে প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে দিয়ে মানবতার জয়গান পরিবেশন করুক—এটাই আমাদের কাম্য। নূতন বৎসরে আমাদের কামনা হোক—‘অর্থ নয়, কীর্তি নয়—স্বচ্ছলতা নয় এবং শেষ কথা নয়—চাই বিবেক—চাই মূল্যবোধ।’

শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে লরী উধাও

ধুলিয়ান: গত ১০ এপ্রিল মধ্যরাতে স্থানীয় এলাকার মেন রোডের উপর থেকে অশোককুমার ভগতের একটি লরী (নং ডব্লু বি ০৩/৩৮৭৯) চুরি হয়ে গেছে। প্রতিদিনের মতো ঐ দিনও ধুলিয়ান পুরসভার পাশে ঐ মালিকের বাড়ীর সামনে লরীটি রেখে ড্রাইভার ও খালাসী মালিককে চাবি দিয়ে চলে যান। ঐ অঞ্চলে যোগমায়া ট্রান্সপোর্টের বাদেও আরও কিছু লরী থাকলেও অশোকবাবুর লরীটিই কেবল উধাও হয়। মালিক স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ধুলিয়ান পুরসভার আশপাশে গজিয়ে ওঠা বহু বেআইনী মদের দোকানের খরিদ্দাররাই এখানে নানা অপকীর্তি চালিয়ে যাচ্ছে বলে শহরবাসীরা আতঙ্কিত। শহরের মধ্যে থেকে লরী চুরি এখানে এই প্রথম বলে জানা যায়।

EMPLOYMENT NOTICE

Local Library Authority for Murshidabad
District Library, Murshidabad
Barrack Square (W), P. O. Berhampore
Dist. Murshidabad.

Name of the post	:	Librarian, District Library Murshidabad (Govt. Sponsored) P. O. Berhampore Dist. Murshidabad
No. of post.	:	1 one). Reserved for S. C. candidates only.
Qualification	:	a) Master Degree in any subject plus Bachelor Degree in Library & Information Science from a recognised University/its equivalent; or Master Degree in Library & Information Science from any recognised University. b) Knowledge of Bengali c) 5 years experience in Library administration.
Age	:	Not less than 18 years and above 42 years on the 1st day of January, 1999. The upper age limit is relaxable upto 45 years for persons holding substantive appointment in sponsored or Govt. Public Libraries.
Pay scale	:	Rs. 1420-45-1555-55-1720-65-2305-75-3130/- (unrevised).

Eligible candidates may apply in plain paper mentioning name, father/husband's name, address, qualification, experience, age, extra curricular activities etc. alongwith attested copies of all certificates to the Secretary, Local Library Authority, Murshidabad, District Library, Murshidabad, Barrack Square (W), P. O Berhampore, Dist. Murshidabad, within 15 days from the date of publication of this advertisement.

Secretary, Local Library Authority, Murshidabad.

Memo No. 171 (5)/Inf./Msd. Date 8. 4. 99

পরিবার আজ সুপ্রতিষ্ঠিত (১ম পৃষ্ঠার পর)

অনুপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বাণীপুরের সুকুমার সাহা চিঠি নেননি। কারণ এফিডেবিট করে বর্তমানে তিনি সরকার হয়েছেন। যদিও তাঁর দাদা এখনও বীরেন সাহা, পিতা কালীপদ সাহা নামে পরিচিত। অনিল চৌধুরীও উপস্থিত হননি। সমীর মণ্ডল ও সুধাকর মণ্ডলের ঠিকানায় ত্রুটি থাকায় চিঠি ফেরৎ যায় বলে খবর। কনফেডারেশনের পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করা হয়। যেমন দশরথ মণ্ডল ও অনিল চৌধুরী 'চাঁই' সম্প্রদায়ের হয়েও 'বিন' জাতির সার্টিফিকেট নিয়ে সব রকম সুযোগ সুবিধা নিচ্ছেন। করবী সরকার (সিংহ) 'বৈশ্যবণিক' সম্প্রদায়ের হয়েও 'শুঁড়ি' জাতির ভুয়া সার্টিফিকেটের দৌলতে তপশিলী কোটায় অধ্যাপিকা হয়েছেন। তাঁর বংশ পরিচয় পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে করবীর প্রপিতামহ বেনুয়ারীলাল সরকারের পাঁচ পুত্র। ১ম পুত্র রাধারমণ সরকারের ছয় পুত্র। তাঁর প্রথম পুত্র জগন্নাথ সরকারের কন্যাই করবী সরকার। এ ব্যাপারে আরো গভীরে গেলে দেখা যাচ্ছে করবীর পিতামহ রাধারমণ সরকার ১৯৪৮ সালের ২৭ জানুয়ারী এক বিক্রয় কবলার দলিল করেন। দলিল নং ১১২২। যার গ্রহীতা মাতাব্বর মণ্ডল পিতা ইমারত মণ্ডল গ্রাম চক সাইদপুর। ঐ দলিলে রাধারমণ সরকার পরিষ্কার জাতি 'বৈশ্যবণিক' উল্লেখ করছেন সেই রকম তপশীলি ভুয়া সার্টিফিকেটের জোরে বর্তমানে ষ্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার চন্দন সাহার প্রপিতামহ রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়ার গঙ্গাধর সাহা, তাঁর একমাত্র পুত্র রজনীকান্ত সাহা। রজনীকান্ত সাহার দুই পুত্র পীতাম্বর সাহা ও লক্ষ্মীনারায়ণ সাহা। পীতাম্বর সাহার বড় ছেলে চন্দন সাহা। ১৯৪২ এবং ১৯৪৭ সালের দলিলে পরিষ্কার জাতিতে হালুয়াই উল্লেখ আছে। অথচ পীতাম্বর সাহা ও লক্ষ্মীনারায়ণ সাহার ছেলেরা তপশিল জাতি ভুক্ত হয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদি বড় বড় পেশায় আজ সুপ্রতিষ্ঠিত অথচ প্রকৃত দাবীদার অনুন্নত জাতির ছেলেরা সব রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন—এ অভিযোগ কনফেডারেশন অফ এসসি/এসটি/ওবিসি অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এর মহকুমা সম্পাদক অসিত সরকারের।

ট্রাক ড্রাইভারের সততা (১ম পৃষ্ঠার পর)

ট্রাকের মালিক রঘুনাথগঞ্জের বাপি দাস। তাঁর ট্রাকচালক রঘুনাথগঞ্জের কাজল দাস টাকা ভর্তি ব্যাগটি তাঁর মায়ের কাছ গচ্ছিত রেখে বিশেষ প্রয়োজনে কলকাতা চলে যান। বাপী দাস গত ৯ এপ্রিল কাজলের মার কাছ থেকে অক্ষত অবস্থায় রাখা ব্যাগ ভর্তি ৭০ হাজার টাকা মনোজ আগরওয়ালকে ফেরত দেন। আজকের অবক্ষয়ের যুগে এই ধরনের সততা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকলো।

১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার গাঁজা উদ্ধার (১ম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ প্রায় ৮০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে, যার বাজার দাম প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বলে জানা যায়। স্থানীয় অধিবাসীদের মতে ধুলিয়ান বর্তমানে মাদক কারবারীদের স্বর্গরাজ্য। পাশেই বাংলাদেশ থাকায় প্রায় সব ধরনের মাদক দ্রব্যের ঢালাও কারবার এখানে চললেও এই প্রথম এত বেশী মাদক দ্রব্য ধরা পড়লো। গাঁজা উদ্ধার করতে পারলেও জালাল সেখকে গ্রেপ্তার করা যায়নি, সে পলাতক। উল্লেখ্য ধুলিয়ান কাষ্টমসে সম্প্রতি এক নতুন অফিসার যোগদান করার পর বেআইনী মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে এরূপ সফল অভিযান

আপনাদের পাশে আছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

জঙ্গিপুরের বিধায়ক হাবিবুর রহমান। তিন বিধায়কের ভাষণের মাঝে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিবহন কংগ্রেসের সভাপতি কালু সেখ অল্প সময়ের জন্য বক্তব্য রাখেন। তিনি ছিলেন এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। অধীর চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে ২২ বছরের বামফ্রন্টের অপশাসনের ত্রুটি বিচ্যুতি চুলচেরা বিশ্লেষণ শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন। এই উদাহরণ রাখতে গিয়ে দিকে দিকে প্রশাসন মদতপুষ্ট সিপিএম ক্যাডারদের খুনখারাপী ফিরিস্তি দেন। তাঁর প্রায় এক ঘন্টার বক্তব্য উপস্থিত পুরুষ ও মহিলা শ্রোতাদের উজ্জীবিত করে। শেষে অধীরবাবু কংগ্রেস কর্মীদের অভয় দিয়ে বলেন—আপনারা নির্ভীকভাবে কাজ করে যান। সিপিএমকে কোন ভয় নাই। আমি ও আমার কংগ্রেস দল আপনাদের পাশে আছে এবং থাকবে।

Govt. of West Bengal
I. & W. Directorate

Abridge form No. N. I. T. No. I of '99-2000
of the Executive Engineer
Ganga Anti Erosion Division

Raghunathganj, Murshidabad

Sealed Tenders in W. B. Form No. 2911 (ii) are invited by the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division for the works :—

(1) Protection to the right bank of river Ganga/Padma at Kuskinagar, Mahespur in P. S. & Block-Farakka. 4 nos. works, amount put to tender for each is Rs. 6, 11, 008/-. Earnest money : Rs. 12,221/-

Last date of application—22. 4. 99 upto 15-00 hrs.

Last date of issue of tender paper—26. 4. 99 upto 14-00 hrs.

Last date of receiving of tender papers—28. 4. 99 upto 14-00 hrs.

Eligibility : Resourceful and bonafide outside contractor having requisite credential for similar type of work I. & W. Directorate.

N. B.—For details office of the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, Raghunathganj, Murshidabad, may be contacted.

(M. K. Bharati)
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division.

Memo No. 469 (25) Dated 9. 4. 99

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।